র‍্যাব-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা, বুধবার, ১৩ বৈশাখ ১৪২৪, ২৬ এপ্রিল ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

র‍্যাবের সকল পর্যায়ের সদস্যগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসলামু-আলাইকুম।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ফোর্সেস (র‍্যাব) এর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই ফোর্সের সকল অফিসার ও সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সিলেটের জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলে অভিযান পরিচালনার সময় নিহত র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা। এছাড়া র‍্যাব-এর যেসব দেশপ্রেমিক সদস্য দায়িত্ব পালনকালে নিহত হয়েছেন, আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করি।

গত ৮ বছরে আমরা র‍্যাবের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বাহিনীর নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন উদ্বোধন করা হয়েছে। র‍্যাবের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। র‍্যাব সদরদপ্তর এবং র‍্যাব ট্রেনিং স্কুলসহ সকল ব্যাটালিয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। র‍্যাব সদরদপ্তর, র‍্যাব-১৩ এবং ১৪ ব্যতিত সকল ব্যাটালিয়নের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ একনেক -এ অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত র‍্যাব-এর বাজেট প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে।

অপরাধী সনাক্ত করতে র‍্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ বাহিনীতে অস্পষ্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ, টেলিফোন সেট ট্রাকিং-এর যন্ত্রসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। র‍্যাবের অপারেশনাল শক্তি বৃদ্ধি করতে দু'টি হেলিকপ্টারসহ প্রয়োজনীয় যানবাহন বরাদ্দ দিয়েছি আমরা। ফলে, র‍্যাব জল, স্থল ও আকাশপথে দ্রুত অভিযান কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে। পরিণত হয়েছে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে।

সুধিমন্ডলী,

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব যথেষ্ঠ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস, জঙ্গি, চরমপন্থী দমনসহ সকল ধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

র‍্যাব সদস্যগণ জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য।

সম্প্রতি সিলেটের জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলকে দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে র‍্যাব বিস্ফোরক মুক্ত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।

র‍্যাবের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করানো ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সুন্দরবন এখন একটি নিরাপদ জনপদ। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী দমনেও র‍্যাব কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চরমপন্থীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। র‍্যাব তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র।

অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় করে - এ ধরণের অপরাধীদের বিরুদ্ধে র‍্যাব কার্যকর অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অপহৃত শিশু ও ব্যক্তিকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

দেশীয় অসাধু ব্যবসায়ীর পাশাপাশি বিদেশী চোরাচালানী, জাল মুদ্রা ও পাসপোর্ট প্রস্তুতকারী এবং অবৈধ ভিওআইপি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে এই বাহিনী।

এছাড়া জননিরাপত্তায় হুমকি ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলছে।

ভেজাল বিরোধী অভিযান জোরদার করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে র‍্যাব তাৎক্ষণিকভাবে জেল-জরিমানা প্রদান করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

জঙ্গিবাদ শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশে একটি নতুন উপদ্রব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। নিরীহ কোমলমতি যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে বা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গিবাদের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। এজন্য দমন কার্যক্রমের পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরিতে আমাদের মনযোগ দিতে হবে।

এক্ষেত্রে র‍্যাব সম্প্রতি 'কতিপয় বিষয়ে জঙ্গিবাদীদের অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ পুস্তক ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নিন।

আমি নিজেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সকল জেলার সাধারণ মানুষ, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছি। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির আহ্বান জানিয়েছি। আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই জঙ্গিবাদের মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে আমারদের সব অর্জন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে গোয়ান্দা নজরদারি বাড়াতে হবে। প্রতিকার নয়, প্রতিরোধের দিকে বেশি নজর দিতে হবে।

র‍্যাবের প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

মনে রাখতে হবে আপনারা একটি শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য। প্রতিটি সদস্যকে দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করা একটি বাহিনীর সদস্যদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নৈতিক স্খলন যে কোন বাহিনীর মনোবল দুর্বল করে দেয়। মনে রাখবেন, জনগণের পয়সায় আমাদের-আপনাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়। আমরা সকলেই জনগণের সেবক। সেই জনগণ যেন কোনভাবেই নিগৃহীত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে দেশে বিনিয়োগ আসবে না, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে না।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাই আপনাদের মূল লক্ষ্য। আইন-কানুন এবং নিয়ম-নীতি মেনে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

বিগত ৮ বছরে ধরে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে আজ আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।

আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশের ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন

সক্ষমতা ১৫ হাজার ৭২৬ মেগাওয়াট। যোগাযোগ খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের মাটিতে আমরা কোন জঙ্গিবাদী-সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হতে দেব না। আমি আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও র‍্যাব সদস্যরা কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। আমি র‍্যাব-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...